

World Tourism Day 2013

Tourism and Water Protecting our Common Future



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
ঢাকা।
১২ আশ্বিন ১৪২০
২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৩

বাণী

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও 'বিশ্ব পর্যটন দিবস-২০১৩' পালিত হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। আমি এই উদ্যোগকে স্বাগত জানাই।

বিশ্বব্যাপী জলবায়ু পরিবর্তন, পানির অপচয়, অপব্যবহার ও যথাযথ ব্যবস্থাপনার অভাবে অমূল্য পানি সম্পদ ক্রমাগত হুমকির মুখে পতিত হচ্ছে। বিশেষ করে বাংলাদেশের মত স্বল্পোন্নত দেশগুলোতে বিতর্ক, নিরাপদ ও ব্যবহারযোগ্য পানি সম্পদের নিশ্চয়তা চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন। বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম অর্থনৈতিক খাত হিসাবে পরিগণিত 'পর্যটন খাত' পরিচালনার জন্য পানির সৃষ্টি ও যথাযথ ব্যবহার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এ প্রেক্ষিতে এবছর পর্যটন দিবসের প্রতিপাদ্য 'Tourism and Water: Protecting our Common Future' যথার্থ হয়েছে বলে আমি মনে করি।

একটি প্রযুক্তিনির্ভর টেকসই 'পানি ব্যবস্থাপনা' কৌশল প্রবর্তনের মধ্য দিয়ে পর্যটন শিল্পের উন্নয়নসহ সকলের জন্য ভারসাম্যপূর্ণ পানি সম্পদ নিশ্চিত করা সম্ভব। এক্ষেত্রে পর্যটন খাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। পর্যটন শিল্পে পানির সুখ ও যথাযথ ব্যবহারে একটি সমন্বিত ও টেকসই 'পানি ও পর্যটন ব্যবস্থাপনা' কৌশল নির্ধারণে সংশ্লিষ্ট সকলকে এগিয়ে আসার আহবান জানাই।

আমি 'বিশ্ব পর্যটন দিবস-২০১৩' এর সাফল্য কামনা করি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

Tourism and Water: Protecting our Common Future

World Tourism Day 2013 is being celebrated globally including Bangladesh with the theme Tourism and Water: Protecting our Common Future. This year's theme highlights the responsibility of the tourism industry to safeguard and intelligently manage water. The theme is in line with the UN General Assembly's declaration of 2013 as the United Nations International Year of Water Cooperation, providing the opportunity to focus on the tourism sector's leadership role and commitment in facing the global water challenges and the responsibility of tourism sector to the wider sustainability objectives.

Tourism accounts for a minor share of global water use in comparison to agriculture, which constitutes an estimated 70% of total water consumption, tourism is far less relevant at 1%. Yet tourism is often a major user of freshwater in areas where water is scarce or where renewal rates of aquifers are limited and its contribution to water consumption can be nationally and regionally significant. For instance, in Barbados, Cyprus, and Malta, tourism accounts for up to 7.3% of national water consumption, and in coastal zones of the Caribbean or the Mediterranean, tourism is generally the dominant sector for water use. Tourism and leisure activities can also be a major factor in water consumption at the regional level.

As Travel and Tourism continues to be one of the world's largest economic sectors accounting for almost 9% of global GDP, it has the responsibility to take a significant role for the conservation of water for future ensuring tourist establishments and destinations invest in adequate water management throughout the value chain. Tourism has provided environmentally sound solutions for the conservation and sustainable use of water resources and it is the time to commit to a more sustainable tourism sector in order to protect our common future.

Water is certainly of crucial importance, an asset and a resource for tourism. It is an asset because people feel naturally drawn to it, and there are millions of tourists seeking to enjoy this natural element during their days off, by choosing as their holiday destination where water is the most specific elements (wetlands, beaches, rivers, lakes, waterfalls, islands, glaciers or snowfalls), or trying to grasp its many benefits (especially in seaside resorts or spas). Wetland tourism is growing, with many of the world's coastlines, lakes and other wetlands among the most popular tourism destinations. At the same time, water is also a resource for the tourism industry because it is essential for running most of the sector's businesses, from hotels and restaurants to leisure facilities and transportation. Unfortunately tourism also is often in competition with other sectors in wasting water resources. Tourism and Hospitality operation especially hotels and restaurants in much of the developing world, are treating water as unlimited for using in operational work.

In the perspective of Bangladesh, water resources are significant for tourism industry. Cox's Bazar considered to be the tourist capital of Bangladesh houses hundreds of tourist infrastructures and superstructures along the beach where usage of fresh water is huge, but waste water treatment is not yet introduced. A good number of hotels, resorts are in operation along the river banks, wetlands and hoars. Sundarbans is the prime tourist attraction which is also a swampy forest. So water resources are playing very crucial role in tourism development in Bangladesh. Recently entrepreneurs are showing great interest to invest in water based tourism facilities, few water parks have already started their operation. Therefore sustainable water use and waste water treatment in the tourist installations is a pre-requisite for harnessing the potentials ensuring sustainable use of water resources.

To protect this precious element of the earth especially in the case of Bangladesh it is required to initiate a scientific and modern water and waste management strategy. In addition, within the tourism facility a management plan dealing with water and wastewater issues should be developed. Staff should be kept informed of the plan's progress and recognition/awards should be given to those who contribute to its success. To achieve an inclusive approach, the water and wastewater management plan must be integrated with other strategies within a facility. We need to manage our water resources in an integrated manner considering the interest of all stakeholders. Many international and national hotel chains have well-established environmental management systems but in our country we need to do more. Tourism and hospitality industry people should come forward to address the problem and introduce a modern and scientific water management system within the facilities. Awareness and behavioral changes should be created among the hotel, local and tourist himself for using water. Tourists themselves have the responsibility to use it properly. Moreover we have to establish an integrated water and wastewater management system nationally to protect the wetlands, rivers and coastal areas for the preservation of our agriculture, fishery and commerce and also for promoting water based tourism. Water and solid waste management strategies will only be successful when there are joint efforts between the tourism industry and local and national government policies and regulations.

Bangladesh Tourism Board, national tourism organization of the country, is working hard for creating awareness among the stakeholders and tourists for the proper utilization of water resource in the tourism business. Water is a right to everyone and it is the duty of the government to ensure the human rights. As the single largest industry of the world, tourism can play an invaluable role by acknowledging its part in the problem and confirming its commitment to the solution. In this context all government and private tourism stakeholders should come forward to invest more in water management project to offer safe, drinkable and usable water resources for our next generation.



Akhtaruz Zaman Khan Kabir
Chief Executive Officer (CEO)
Bangladesh Tourism Board



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
১২ আশ্বিন ১৪২০
২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৩

বাণী

বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশে 'বিশ্ব পর্যটন দিবস-২০১৩' পালন করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য 'Tourism and Water: Protecting our Common Future' অর্থাৎ "সার্বজনীন ভবিষ্যত সুরক্ষায় পর্যটন ও পানি" বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত সমন্বয়মূলক হয়েছে বলে আমি মনে করি।

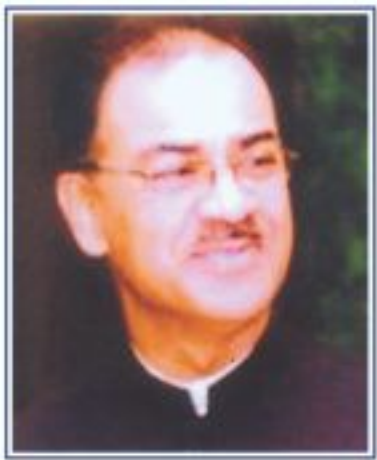
সকলের জন্য সৃষ্টি ও ভারসাম্যপূর্ণ পানি সম্পদের অধিকার নিশ্চিত করা বর্তমান বিশ্বে অন্যতম একটি চ্যালেঞ্জ। বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি, জলবায়ু পরিবর্তন, পানির অদক্ষ ব্যবস্থাপনা, অপচয়, অবচয় ও দূষণজনিত কারণে বিশ্বের পানি সম্পদ বর্তমানে হুমকির মুখে। প্রকৃতির অপর দান আমাদের এই পানি সম্পদকে রক্ষায় গণসচেতনতা সৃষ্টিসহ কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। বর্তমানে সরকার দেশবাসীর জন্য নিরাপদ পানি সম্পদ নিশ্চিত করতে এবং দেশের পর্যটন শিল্পের বিকাশে বিভিন্নমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে অভিন্ন নদীর পানির ন্যায্য অধিকার আদায়ে আমাদের প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে।

পর্যটন শিল্পের ব্যাপ্তি ও সার্বজনীনতার কারণে এই শিল্প পরিচালনায় একটি আধুনিক পানি ব্যবস্থাপনা কৌশল প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে পর্যটন শিল্পের উন্নয়নসহ সকলের জন্য নিরাপদ ও টেকসই পরিবেশ নিশ্চিত করা সম্ভব। এই লক্ষ্য অর্জনে আমি পর্যটন সংশ্লিষ্ট সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসহ সকলকে একসাথে কাজ করার আহবান জানাই।

আমি 'বিশ্ব পর্যটন দিবস-২০১৩' এর সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

মুহাম্মদ ফারুক খান, এম পি
মন্ত্রী

বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ঢাকা।



বাণী

বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি, জলবায়ুর পরিবর্তন ও অদক্ষ ব্যবস্থাপনার কারণে চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন জীবনের মূল উপাদান পানি। এই মহামূল্যবান প্রাকৃতিক সম্পদের সুরক্ষায় পর্যটন শিল্পের ভূমিকার উপর গুরুত্ব আরোপের মধ্য দিয়ে এবছর 'বিশ্ব পর্যটন দিবস-২০১৩' পালিত হচ্ছে। এবারের দিবসটির মূল প্রতিপাদ্য "Tourism and Water: Protecting our Common Future" অর্থাৎ "সার্বজনীন ভবিষ্যত সুরক্ষায় পর্যটন ও পানি" এর সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে বিভিন্ন কর্মসূচী আয়োজনের মধ্য দিয়ে বিশ্বের অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশেও দিবসটি উদযাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

পানির অপব্যবহার ও অদক্ষ ব্যবস্থাপনা এবং জলবায়ুর বিরূপ প্রভাব ভূ-পৃষ্ঠের এই প্রাকৃতিক সম্পদকে হুমকির মুখে ঠেলে দিয়েছে। পানি সম্পদের চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবেলার মাধ্যমে সকলের জন্য বিতর্ক, নির্মল ও নিরাপদ পানি সম্পদ নিশ্চিতকরণে পর্যটন খাতের সক্ষমতা রয়েছে। পর্যটন সংশ্লিষ্ট ব্যবসায় পানির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পানি নির্ভর পর্যটন যেমন wetland tourism, beach tourism, coastal tourism, lake tourism দিন দিন ব্যাপক জনপ্রিয় হয়ে উঠছে।

এ প্রেক্ষিতে বৃহৎ এই শিল্পটির সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে তাদের ব্যবসা পরিচালনার ক্ষেত্রে পানি ব্যবহারে যথেষ্ট সতর্ক ও সংযমী হতে হবে। পর্যটন স্থাপনাগুলোতে পানির অবচয় ও অপচয় রোধসহ পানি ব্যবস্থা উন্নয়নে সকলের মাঝে সচেতনতা তৈরী করতে হবে। ভবিষ্যতের জন্য পানি সম্পদ সুরক্ষায় প্রযুক্তি নির্ভর টেকসই পানি ব্যবস্থাপনা কৌশল প্রচলনে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। এ উদ্দেশ্যে পর্যটন সংশ্লিষ্ট সরকারি-বেসরকারী সকলকে অগ্রনী ভূমিকা পালন করতে হবে। এর ফলে সকলের জন্য পানি অধিকার সুরক্ষায় পর্যটন শিল্প গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হবে। এবারের এই বিশ্ব পর্যটন দিবসের প্রচারাভিযানে (campaign) যোগ দিয়ে আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য একটি সুরক্ষিত নিরাপদ পানি সম্পদ উপহার দিতে এবং Water based Tourism এর উন্নয়নে পর্যটন সংশ্লিষ্ট সকলে একসাথে কাজ করবে বলে আমি আশাবাদী।

আমি বিশ্ব পর্যটন দিবস-২০১৩ এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মুহাম্মদ ফারুক খান, এম পি



খোরশেদ আলম চৌধুরী
সচিব

বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার



১২ আশ্বিন ১৪২০
২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৩

বাণী

বর্তমান বিশ্বের বিরাজমান পানি সম্পদের চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবেলার সার্বজনীন বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন বৃহৎ অর্থনৈতিক খাত পর্যটন শিল্পের ভূমিকা সম্পর্কে সকলের মাঝে সচেতনতা সৃষ্টি করার অভিপ্রায়ে জাতিসংঘের বিশ্ব পর্যটন সংস্থা (UNWTO) বিশ্বব্যাপী ২৭ সেপ্টেম্বর বিশ্ব পর্যটন দিবস-২০১৩ পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। এবারের বিশ্ব পর্যটন দিবসের মূল প্রতিপাদ্য "Tourism and Water: Protecting our Common Future" অর্থাৎ "সার্বজনীন ভবিষ্যত সুরক্ষায় পর্যটন ও পানি" কে সামনে রেখে বিভিন্ন কর্মসূচী পালনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে দিবসটি উদযাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

জাতিসংঘ ঘোষিত আন্তর্জাতিক পানি সহযোগিতা বর্ষ ২০১৩ এর সাথে সঙ্গতি রেখে এবছর বিশ্ব পর্যটন দিবসের প্রতিপাদ্যটি নির্ধারণ করা হয়েছে, যা বর্তমান বিশ্ব বাস্তবতায় অত্যন্ত প্রাসংগিক। পানির অপব্যবহার, অব্যবস্থাপনা, পরিবেশ বিপর্যয় ও ক্রমাগত দূষণের কারণে পানি সম্পদ ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। বাংলাদেশের মত স্বল্পোন্নত দেশগুলোতে এই সমস্যা অত্যন্ত প্রকট। সকলের জন্য দূষণমুক্ত, বিতর্ক, নিরাপদ ও ব্যবহারযোগ্য পানি পাওয়ার অধিকার নিশ্চিত করা অসম্ভব হয়ে পড়েছে। অসচেতনতা, অসতর্কতা এবং প্রযুক্তি নির্ভর পানি ব্যবস্থাপনা কৌশলের অভাবে ভবিষ্যতের জন্য সম্পদ রক্ষা এক অনিচ্ছ্যতার মধ্যে পড়েছে।

পর্যটন বর্তমান বিশ্বের সর্ববৃহৎ শিল্প হিসেবে স্বীকৃত। পর্যটন ও সেবা খাত পরিচালনায় পানি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। হোটেল, রেস্তোরা, যানবাহনসহ- পর্যটন সংশ্লিষ্ট সকল ব্যবসা পরিচালনায় পানির উপর ব্যাপক নির্ভরশীলতা রয়েছে। সম্প্রতি বাংলাদেশে Water based Tourism দিন দিন জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। কিন্তু পর্যটন স্থাপনাসমূহে পানির অবচয়, অপচয়, পানি ব্যবহারে অসচেতনতা পর্যটনের জন্য অপরিহার্য এই সম্পদকে অরক্ষিত করে তুলছে। অথচ পানি সম্পদের ব্যাপক উন্নয়ন ঘটিয়ে পানি নির্ভর (Water based Tourism) পর্যটন গন্তব্যগুলোর যথাযথ বিপণনের মাধ্যমে মত নদীমাতৃক দেশসমূহের পর্যটন শিল্পকে এগিয়ে নেয়া সম্ভব।

বর্তমান বাস্তবতায় সকলের জন্য নিরাপদ ও ব্যবহারযোগ্য পানি অধিকার সংরক্ষণে ও চলমান পানি সম্পদের সমস্যাসমূহ সমাধানে এবং সর্বোপরি পর্যটনের সামগ্রিক উন্নয়নে যথাযথ পানি ব্যবস্থাপনা কৌশল প্রতিষ্ঠার জন্য পর্যটন ও সেবা খাত পরিচালনায় সংশ্লিষ্ট সকলকে একযোগে কাজ করতে হবে। পানি সমস্যার সমাধানে একটি কার্যকর ও টেকসই ব্যবস্থাপনা কৌশল নির্ধারণে পর্যটন খাতের স্টেকহোল্ডারদের উল্লেখযোগ্য বিনিয়োগ প্রয়োজন। সকলের সমন্বিত প্রচেষ্টায় বাংলাদেশের বিকাশমান পর্যটন শিল্পে একটি ভারসাম্যপূর্ণ পানি সম্পদ সংরক্ষন ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব হবে।

বিশ্ব পর্যটন দিবস-২০১৩ সফল হোক।

খোরশেদ আলম চৌধুরী